রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

# বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, সেপ্টেম্বর ১০, ২০১৮

## বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৬ ভাদ্র, ১৪২৪ মোতাবেক ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮

নিম্নলিখিত বিলটি ২৬ ভাদ্র, ১৪২৪ মোতাবেক ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

## বা. জা. স. বিল নং ৩৪/২০১৮

## পণ্য উৎপাদনশীল রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকগণের চাকরির শর্ত নির্ধারণকল্পে গঠিত জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন, ২০১৫ এর সুপারিশ বাস্তবায়নের নিমিত্ত আনীত বিল

যেহেতু পণ্য উৎপাদনশীল রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকগণের চাকরির শর্ত নির্ধারণকল্পে গঠিত জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন, ২০১৫ এর সুপারিশ বাস্তবায়নের নিমিত্ত আইন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ** ।—(১) এই আইন পণ্য উৎপাদনশীল রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান শ্রমিক (চাকরির শর্তাবলি) আইন, ২০১৮ শিরোনামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।



মূল্য : টাকা ৮.০০

(৩) এই আইন সমগ্র বাংলাদেশের পণ্য উৎপাদনশীল রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(ক) **"কমিশন"** অর্থ ৮ অগ্রহায়ণ ১৪২২ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ২২ নভেম্বর ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখে জারিকৃত রেজলিউশন নং-৪০.০০.০০০০.০১৬.৩১.০১.২০১৫-১২১-এর দ্বারা গঠিত জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন, ২০১৫;

(খ) **"নাইট শিফট"** অর্থ প্রতিদিনের কাজ বিভিন্ন শিফটে সম্পন্ন করা হয়, এইরূপ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে রাত্রি ১২ (বারো) টার পরে পরিচালিত কোন শিফট;

(গ) **"পণ্য উৎপাদনশীল রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান"** অর্থ সরকারের মালিকানাধীন, রাষ্ট্রায়ত্ত, সরকারে ন্যস্ত বা সরকার কর্তৃক পুনঃগ্রহণকৃত (taken over) পণ্য উৎপাদনশীল—

(অ) বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন,

(আ) বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন,

(ই) বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ কর্পোরেশন,

(ঈ) বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন,

(উ) বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন, এবং

(ঊ) বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন; এবং

(ঘ) **"শ্রমিক"** অর্থ শিক্ষাধীনসহ কোন ব্যক্তি, তাহার চাকরির শর্তাবলি প্রকাশ্য বা উহ্য যে ভাবেই থাকুক না কেন, যিনি কোন প্রতিষ্ঠানে বা শিল্পে সরাসরিভাবে বা কোন ঠিকাদারের মাধ্যমে মজুরি বা অর্থের বিনিময়ে কোন দক্ষ, অদক্ষ, কায়িক, কারিগরি, ব্যবসা উন্নয়নমূলক অথবা কেরানীগিরির কাজ করিবার জন্য নিযুক্ত হন, কিন্তু প্রধানত প্রশাসনিক বা ব্যবস্থাপনামূলক কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন না।

৩। **কমিশনের কতিপয় সুপারিশ বিবেচনা করিয়া শ্রমিকের চাকরির শর্তাবলি নির্ধারণে সরকারের ক্ষমতা**।—(১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন, চুক্তি, রোয়েদাদ, মীমাংসা, প্রথা, রীতি বা চাকরির শর্তাবলীতে যাহা কিছুই থাকুন না কেন, সরকার, কমিশনের কোন সুপারিশ বিবেচনা করিয়া বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, পণ্য উৎপাদনশীল রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিককে প্রদেয় মজুরি, বাড়িভাড়া ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, যাতায়াত

ভাতা, ধোলাই ভাতা, উৎসব ভাতা, ছুটি নগদায়ন, কনট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড, টিফিন ভাতা, গ্রাচ্যুইটি, পাহাড়ি ভাতা, রোটেটিং শিফট ডিউটি ভাতা, নাইট শিফট ডিউটি ভাতা, নববর্ষ ভাতা, গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স, শিক্ষাসহায়ক ভাতা, নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত সুবিধা ও ভাতাদি ব্যতীত অন্যান্য যে সকল সুবিধা ২০১২ সালের মজুরি কাঠামোতে (জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন, ২০১০ এর সুপারিশের ভিত্তিতে প্রবর্তিত) প্রবর্তন করা হইয়াছিল তাহাও পূর্বের নিয়মে ও হারে বহাল থাকিবে তবে, পণ্য উৎপাদনশীলতা রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোন শ্রমিককে উপরি-উক্তভাবে নির্ধারিত সুযোগ-সুবিধার অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিতে পারিবে না।

(৩) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত মজুরি, বাড়িভাড়া ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, যাতায়াত ভাতা, ধোলাই ভাতা, উৎসব ভাতা, ছুটি নগদায়ন, কনট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড, টিফিন ভাতা, গ্রাচ্যুইটি, পাহাড়ি ভাতা, রোটেটিং শিফট ডিউটি ভাতা, নববর্ষ ভাতা, নাইট শিফট ভাতা, গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স, শিক্ষাসহায়ক ভাতা, নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের নিমিত্ত পর্যায়ক্রমে ভূতাপেক্ষ কার্যকারিতা প্রদানের জন্য নিয়মাবলী সম্বলিত প্রজ্ঞাপন জারি করা যাইবে।

৪। **মজুরি ও সুযোগ সুবিধার ভূতাপেক্ষ কার্যকারিতা** ।—ধারা ৩-এর অধীন নির্ধারিতব্য মজুরি ০১ জুলাই, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ এবং ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার নূতন হার ০১ জুলাই, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৫। **কতিপয় চুক্তি, ইত্যাদি বাতিল**।—ধারা ৩-এর অধীন সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোন সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে বা পরে সম্পাদিত চুক্তি, উপনীত মীমাংসা বা প্রদত্ত রোয়েদাদ উক্ত ধারার অধীনে নির্ধারিত কোন কিছুর পরিপন্থী হইলে এইরূপ চুক্তি, মীমাংসা বা রোয়েদাদ বাতিল হইবে এবং উহা কোনভাবেই বলবৎযোগ্য হইবে না।

৬। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৭। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) পণ্য উৎপাদনশীল রাষ্ট্রীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান শ্রমিক (চাকরির শর্তাবলি) আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৪ নং-আইন) এবং উহার অধীন জারিকৃত বিধি যদি থাকে, ও প্রজ্ঞাপন অতঃপর উক্ত আইন, বিধি ও প্রজ্ঞাপন বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিত হওয়া সত্ত্বেও উক্ত আইন, বিধি বা প্রজ্ঞাপন-এর অধীন কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

## উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি

পণ্য উৎপাদনশীল রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য সর্বশেষ ২০১২ সালে একটি মজুরি কাঠামো 'পণ্য উৎপাদনশীল রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান শ্রমিক (চাকরির শর্তাবলি) আইন, ২০১২ প্রবর্তন করা হয়েছিল। সময়ের নিরীখে ঐ মজুরি কাঠামো বর্তমানে শ্রমিকদের চাহিদা পূরণে যথেষ্ট নয় বিধায় সরকার নূতন মজুরি কাঠামো প্রবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করে এবং এতদুদ্দেশ্যে ২০১৮ সালে "জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন" গঠন করে। সরকারের নিকট উক্ত কমিশন যে সুপারিশ পেশ করেছেন তা মন্ত্রিসভা কর্তৃক পরিমার্জিত আকারে অনুমোদিত হয়েছে।

যেহেতু নূতন মজুরি কাঠামো কার্যকর করার লক্ষ্যে একটি আইন আবশ্যক;

সেহেতু 'পণ্য উৎপাদনশীল রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান শ্রমিক (চাকরির শর্তাবলি) বিল, ২০১৮' বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সদয় বিবেচনার জন্য পেশ করা হল।

**মোঃ মুজিবুল হক**

ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী।

---

**ড. মোঃ আব্দুর রব হাওলাদার**
সিনিয়র সচিব।

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd